তারিখ ... 11 JAN 1990 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম 2 ...

দৈনিক ইত্তেফাক

80

07

শিশুদের ভর্তি সমস্যা

একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা গিয়াছে, রাজধানীতে শুধু প্রথম শ্রেণীতেই ভর্তিচ্ছু শিশুদের সংখ্যা দুই লক্ষাধিক। আর তাহাদের ভর্তির জন্য সরকারী-বেসরকারী মিলিয়া স্কুলের সংখ্যা মাত্র ৩৩৯টি। ইহার পর সম্ভবত না বলিলেও চলে যে ভর্তি ব্যাপারটি আসলেই কী সুকঠিন কাজ। আর নূতন বছরের শুরুতেই তাই স্কুল-বয়েসী ছেলে-মেয়েদের পিতা-মাতার প্রথম ও প্রধান চিন্তাই হইতেছে ছেলেমেয়েকে কিভাবে স্কুলে ভর্তি করিতে পারিবেন। যে দেশে শিক্ষিতের হার এখনো প্রায় সর্বনিম্ন পর্যায়ে এবং অসংখ্য শিশু-কিশোরের শিক্ষা বা লেখাপড়ার প্রতি কোনো আগ্রহই নাই, সেদেশেই কিনা সন্তান-সন্ততিদের স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য উদ্বেগাকুল অভি-ভাবকদের বিনিদ্র রাত কাটা-ইতে হয়। ইহা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক দৈন্যদশার আরেকটি হতাশাব্যঞ্জক চিত্রই তুলিয়া ধরে কিনা তাহা আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদেরই হৃদয় দিয়া একবার অনুভব করিতে বলি। এমনিতেই ঢাকাসহ সারা দেশেই উন্নতমানের ভালো স্কুলের সংখ্যা খুবই কম। ফলে প্রতিবছরই ভালো বা উন্নত-মানের স্কুল বলিয়া পরিচিত স্কুলগুলিতে ভর্তি পরীক্ষার এই কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করিতে হয় চার-পাঁচ বছরের কচি কচি ছেলেমেয়েদের। এই পরীক্ষা কতোটা এইসব কচি শিশুদের আর কতোটা তাহাদের অভি-ভাবকদের তাহাও ভাবিয়া দেখার বিষয়।

এদেশে অবশ্য পরীক্ষা ছাড়া কিছুই হয় না। সবকিছুই এখানে পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়। দেশের বিশেষ করিয়া বড়ো বড়ো শহরগুলির ভালো স্কুলগুলি ভালো ছাত্র ভর্তির যে ব্যবস্থা চালু করিয়াছে তাহা নীতিগতভাবে না মানিয়া লইয়া উপায় নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইলো খারাপ ছাত্র-ছাত্রীরা কি লেখা-পড়া শিখিবে না এবং স্কুলে ভর্তি হইবে না? আর ভালো স্কুল যদি কেবল ভালো ছাত্র-ছাত্রীই ভর্তি করে তাহা হইলে ভালো স্কুলগুলির কৃতিত্ব কোথায়? আমরা বুঝিতে পারি না এ কেমন ব্যবস্থা? ইহার কোনো সহজতর পদ্ধতি কি খুঁজিয়া বাহির করা যায় না? প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহা হইলে এই বিপুলসংখ্যক শিশুকে কিসের ভিত্তিতে কিভাবে ভর্তি করা হইবে? প্রশ্নটি অসঙ্গত বা অযৌক্তিক নয়। কথাটি ঠিকই, কিন্তু তাহার পরও বোধহয় ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন কিভাবে শিশুদের স্কুলে ভর্তির বিষয়টিকে আরো সহজতর ও ঝামেলামুক্ত করা যায়—যাহাতে শিশু-কিশোর-দের মনে প্রথম হইতেই এভাবে পরীক্ষা-ভীতির আতংক দানা বাঁধিতে না পারে।

ইহার পাশাপাশি আমরা গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার দুই-একটি চিত্র তুলিয়া ধরিতে চাই। সেখানে এই ভর্তি সমস্যার বিপরীতে যাহা চোখে পড়ে তাহা হইলো শিক্ষার্থীর অভাব। প্রাথ-মিক শ্রেণীতেই ড্রপ-আউট বা স্কুল পরিত্যাগকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ। এদিকে রাজধানী ঢাকাসহ বড়ো বড়ো শহরগুলির ভালো ও অভি-জাত স্কুলগুলিতে প্রাথমিক শ্রেণী-তেই ভর্তি সমস্যা এখন প্রকট। এই সমস্যা স্কুলের শিশুশ্রেণী হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় সমান প্রসা-রিত। ইহা দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ অবস্থাই যে তুলিয়া ধরে তাহা বোধকরি না বলিলেও চলে। এই অবস্থার আশু প্রতিকার বাঞ্ছনীয়। কেন না, ইতিমধ্যে দেশব্যাপী বাধ্যতা-মূলক প্রাইমারী শিক্ষার প্রদক্ষেপ গ্রহণের কথা সরকারীভাবেই ঘোষণা করা হইয়াছে। সুতরাং রাজধানীর ভর্তি সঙ্কটকে সারা দেশের শিক্ষা সঙ্কট হইতে আলাদা করিয়া দেখিবার উপায় নাই বলিয়াই আমরা মনে করি।